দৈনিক সংবাদ

তারিখ 15 SEP 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

10

গাইবান্ধায় পুনর্বাসন ও মেরামতের কাজে ফাঁকি শিক্ষা খাতের ২০ লাখ টাকা লোপাট হয়েছে

গাইবান্ধা, ১৪ই সেপ্টেম্বর (জেলা বার্তা পরিবেশক)।– প্রয়োজনীয় কাজ ছাড়াই পুনর্বাসন ও মেরামতের নামে গাইবান্ধার ৭টি থানায় প্রাথমিক শিক্ষা খাতের প্রায় ২০ লাখ টাকা লোপাট হয়েছে। একটি গোপন সূত্র থেকে এই তথ্য জানা গেছে।

সূত্রটি জানিয়েছে, গত ১৯৯৪–৯৫ অর্থবছরে গাইবান্ধার ৭টি থানায় বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পুনর্বাসন ও মেরামত কাজের নামে ১৯ লাখ ৯৬ হাজার ৫শ' ২০ টাকার বরাদ্দ পাওয়া যায়। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে এই পরিমাণ অর্থের বরাদ্দ দেয়া হয়। শিক্ষাখাতের ১৩৭ হেডে প্রথম বরাদ্দ পাওয়া যায় গত ১৯–১১–৯৪ ইং তারিখে ৫ লাখ ৭৪ হাজার ১শ' ১০ টাকা। পরবর্তীতে দ্বিতীয় দফায় ১৪ লাখ ২২ হাজার ৪শ' ১০ টাকার অপর একটি বরাদ্দ আসে গত ২৭–৩–৯৫ ইং তারিখে। এই দু'টি বরাদ্দের টাকা ৭টি থানায় ভাগ করে দেয়া হয়। এর মধ্যে গাইবান্ধা সদর থানায় ৩ লাখ ৬৯ হাজার ৮শ' টাকা, পলাশবাড়ী থানায় ২ লাখ ২৮ হাজার ৪শ' ৮০ টাকা, গোবিন্দগঞ্জ থানায় ৪ লাখ ১৮ হাজার ৮শ' ৮০ টাকা, সুন্দরগঞ্জ থানায় ৩ লাখ ৮০ হাজার ৮শ' টাকা, সাদুল্যাপুর থানায় ২ লাখ ৪৪ হাজার ৮শ' টাকা, সাঘাটা থানায় ২ লাখ ২৮ হাজার ৪শ' ৮০ টাকা এবং ফুলছড়ি থানায় ১ লাখ ২৫ হাজার ২শ' ৮০ টাকার বরাদ্দ দেয়া হয়।

সংশ্লিষ্ট থানার বিভিন্ন সরকারি–বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছোট ধরনের মেরামত ও পুনর্বাসন কাজের নামে বরাদ্দকৃত এই পরিমাণ অর্থ খরচের জন্য থানা শিক্ষা কমিটিকে দায়িত্ব দেয়া হয়। ওই কমিটিকে থানা প্রকৌশল বিভাগ কিংবা ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীদের অনুমোদিত প্রাক্কলনের ভিত্তিতে কাজ করিয়ে নেয়ার নির্দেশ ছিল। আরও নির্দেশ ছিল ৩০শে জুন '৯৫–এর আগেই কাজ শেষ করতে হবে। কিন্তু থানা প্রকৌশল বিভাগ কিংবা ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের পরামর্শ এবং তাদের কাছে প্রাক্কলিত প্রকল্পের অনুমোদন না নিয়েই থানা শিক্ষা কমিটিগুলো মনগড়া প্রজেক্ট কমিটির মাধ্যমে বরাদ্দকৃত সমুদয় টাকা উত্তোলন করে বটে; কিন্তু তা সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের পুনর্বাসন ও মেরামত খাতে খরচ করা হয়নি। থানা শিক্ষা কমিটি ও প্রজেক্ট কমিটির লোকেরা এই অর্থ ভাগাভাগি করে নিয়েছে। অফিসে দাখিল করেছে কাজ ছাড়াই ভুয়া খরচের ভাউচার। আর এই ভাউচারগুলো অফিসে জমা হওয়ার পর যারা অর্থের ভাগ পায়নি, তাদের মাধ্যমে এই গোপন তথ্যটি বাইরে ফাঁস করে দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন এলাকা থেকে বেশ কয়েকটি অভিযোগ জেলা দুর্নীতি দমন ব্যুরোতেও পেশ করা হয়েছে।

জেলা দুর্নীতি দমন ব্যুরোর একটি সূত্র অবশ্য এ ধরনের অভিযোগ পাওয়ার কথা স্বীকার করেছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় তদন্ত এখনো শুরু হয়নি। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের একটি সূত্র জানিয়েছেন, এই অর্থ খরচের ব্যাপারে বিভাগীয় তদন্ত চলছে। থানা প্রকৌশল বিভাগ ও ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের সূত্র থেকে জানা যায়, এই অর্থ খরচের প্রয়োজনীয় পরামর্শ কিংবা অনুমোদন তাদের কাছে নেয়া হয়নি। তবে অর্থ খরচের পর তাদের কাছে প্রাক্কলিত প্রকল্পের অনুমোদন নেয়ার চেষ্টা চলছে।

এদিকে স্থানীয় জনসাধারণ এই অভিযোগের ব্যাপারে উচ্চ পর্যায়ের নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়ে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।